যুগান্তর

তারিখ ... 11 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২... ৩ কলাম ... ১ ......

একাদশে ভর্তি

আবেদনই করেনি দেড় লাখ শিক্ষার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

দুই দফা সময় বাড়ানোর পরও এসএসসি উত্তীর্ণ পৌনে ২ লাখ ছাত্রছাত্রী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির আবেদনই করেনি। শুক্রবার বিকাল

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫.

আবেদনই করেনি দেড় লাখ শিক্ষার্থী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

৩টায় শিক্ষার্থীদের আবেদন গ্রহণ শেষ হয়। এ সময় পর্যন্ত মোট আবেদনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৩ লাখ ১ হাজার ৯৯ জন। এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ জন। সেই হিসাবে ১ লাখ ৫১ হাজার ৫০৬ জন শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য আবেদন করেনি।

তবে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভর্তির আবেদন না করার প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হবে বলে জানান শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা। তারা বলেছেন, ১০টি শিক্ষা বোর্ড থেকে গত দুই বছর এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) থেকে গত তিন বছর এসএসসি পাস করা শিক্ষার্থীরাও এবার আবেদনের সুযোগ পেয়েছে। পুরনো শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেদনকারী থাকলে নিয়মিতদের মধ্যে আবেদন না করা প্রার্থী আরও বাড়বে।

এদিকে এবার এখন পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মূল ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহ করা যায়নি। কাগজ সংকটের কারণে এটি ছাপা সম্ভব হয়নি। এ অবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের পক্ষ থেকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, কলেজগুলো যেন ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা ফলাফলের শিট দেখে ভর্তি করে নেয়।

জানা গেছে, সরকার ২০টি কলেজে আবেদনের সুযোগ দিলেও শিক্ষার্থীরা গড়ে সাড়ে ৩টি কলেজে আবেদন করেছে। মোট ১৩ লাখ ১ হাজার ৯৯ শিক্ষার্থী মাত্র ৪৪ লাখ ৯২ হাজার ২২২টি আবেদন করেছে। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন যুগান্তরকে জানান, একজন আবেদনকারী যতগুলো কলেজকে তার পছন্দক্রমে রেখেছে, ততটিকেই আবেদন হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই হিসাবে একজন শিক্ষার্থী গড়ে ৩ দশমিক ৪৫টি কলেজের জন্য আবেদন করেছে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন, পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কম কলেজের জন্য আবেদন করায় এবার ভর্তি নিয়ে সংকট দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা অপেক্ষমাণ তালিকা থেকেও শেষপর্যন্ত ভর্তিবঞ্চিত হতে পারে।

উল্লেখ্য, গতবছর প্রথমবারের মতো অনলাইন ও এসএমএসে ভর্তির আবেদন নেয়া হয়। মেধা তালিকা প্রকাশ এবং ভর্তি নিয়ে গতবছর ব্যাপক জটিলতা দেখা যায়। শিক্ষার্থীদের পোহাতে হয় সীমাহীন ভোগান্তি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট মনজুরুল কবীর যুগান্তরকে জানান, ঘোষণা অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে কলেজে ভর্তির আবেদন জমা নেয়ার সময় শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেখা গেছে, প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থী তখন পর্যন্ত টাকা দিলেও আবেদন করেনি। এ কারণে প্রথম দফায় শুক্রবার সকাল ১০টা ও পরের দফায় বিকাল ৩টা পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে বিশেষ বিবেচনায় আবেদন জমা নেয়া হয়। এ প্রক্রিয়ায় আরও ৫ হাজারের কিছু বেশি আবেদন জমা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এবার টেলিটক মোবাইলের মাধ্যমে এসএমএসে আবেদন ফি জমা দিয়ে ইন্টারনেটে ১০টি কলেজের জন্য আবেদন করা গেছে। এছাড়া এসএমএস করেও সর্বোচ্চ ১০টি কলেজের জন্য শিক্ষার্থীদের ভর্তির আবেদন নেয়া হয়েছে।

এদিকে. আগামী ১৬ জুন কলেজে ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের মেধা তালিকা ও অপেক্ষমাণ তালিকা প্রকাশ করা হবে। এবার কোনো মাইগ্রেশনের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলে শিক্ষার্থীদের এই দুই তালিকা অনুযায়ী ভর্তি হতে হবে। ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে ১৮ জুন। মেধা তালিকায় ২২ জুন পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তি ২৩ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে। আগামী ১০ জুলাই একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হবে। ওইদিন থেকে ২০ জুলাই পর্যন্ত বিলম্ব ফি দিয়ে ভর্তি হতে পারবে শিক্ষার্থীরা।

ভর্তির নির্দেশিকা : এদিকে এবার মূল ট্রান্সক্রিপ্ট দেখে শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাচ্ছে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার যুগান্তরকে জানান, 'আমরা টাকশালকে (কাগজের মুদ্রা ছাপানোর সরকারি প্রতিষ্ঠান) দিয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করাই। কিন্তু নির্দিষ্ট কাগজের সরবরাহ না থাকায় তারা ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করতে পারেনি। এ কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওয়েবসাইটে যে ফলাফল দেয়া হয়েছে, সেটি শিক্ষার্থীরা প্রিন্ট করে নিয়ে আসবে। তা দেখেই কলেজগুলো ভর্তি করে নেবে।' তিনি আরও জানান, আগামী ২৬ জুন নাগাদ ট্রান্সক্রিপ্ট সরবরাহ করা যাবে। অধ্যক্ষরা প্রয়োজনে ২৭ জুন থেকে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মূল ট্রান্সক্রিপ্ট গ্রহণ করবেন।